প্রত্যাবর্তিত নক্ষত্র

প্রত্যাবর্তিত নক্ষত্র

তাওহিদা তাবাসসুম

সম্পাদনা
আরিফ মাহমুদ

আয়ান
প্রকাশন

প্রত্যাবর্তিত নক্ষত্র

তাওহিদা তাবাসসুম

সম্পাদনা
আরিফ মাহমুদ

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৯৭২-৪৩০৯২৯, ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

একুশে বইমেলা পরিবেশক
সবুজ পাতা

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

ISBN : 978-984-95998-7-6

মূল্য | ৩০০.০০ (তিনশ) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

প্রত্যবার্তন হোক প্রতিটি গাফেল অন্তর...

সূচি

সম্পাদকীয়
লেখিকার কথা

জীবন সুডোকু | ১১
তাকওয়ার বীজে অনবদ্য অবরণ্য | ১৭
জোনাকি আলোয় নির্বাসন | ৪৩
আলো সমাচার | ৬৯
প্রত্যাবর্তিত নক্ষত্র | ৭৪
নিষ্প্রভ নিয়ন | ৮৭
সম্মুখে মৃত্যু-গোপুর | ৯৪
এবং ফিতনা | ১০১
আমরা জেরক্স | ১১৭
যে পাখি ফিরেছে নীড়ে | ১৫৩

সম্পাদকীয়

[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيۡكُمۡ أَنفُسَكُمۡۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمۡ جَمِيعٗا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٠٥

> ‘হে মুমিনগণ! তোমাদের দায়িত্ব তোমাদেরই ওপর। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন; তারপর তোমরা যা করতে তিনি সে সম্বন্ধে তোমাদেরকে অবহিত করবেন।’[১]

এ-আয়াতের শব্দার্থ দ্বারা বাহ্যত বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে শুধু নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট; অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপণের কোনো প্রয়োজন নেই; অথচ এ বিষয়টি—কুরআনের যেসব আয়াতে ‘সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা’-কে ইসলামের একটি মৌলিক কর্তব্য এবং মুসলিমজাতির এক অনন্য বৈশিষ্ট্যরূপে সাব্যস্ত করা হয়েছে, তার পরিপন্থি। এ-কারণেই আয়াতটি নাজিল হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্নোদয় হয়। তারা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আয়াতটি ‘সৎকাজে আদেশ দান’-এর পরিপন্থি নয়। তোমরা যদি ‘সৎকাজে আদেশ দান’ পরিত্যাগ করো, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও পাকড়াও করা হবে।’[২]

‘আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক ভাষণে বলেন, তোমরা আয়াতটি পাঠ করে এর অপপ্রয়োগ করছো। জেনে রেখো, আমি নিজে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

[১] সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৫।
[২] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২১২।

ওয়া সাল্লামের মুখে শুনেছি, 'যারা কোনো পাপকাজ হতে দেখেও তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ তাআলা সত্বরই তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আজাবে নিক্ষেপ করবেন।'[৩]

অর্থাৎ, 'তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাকো। সৎকাজে আদেশ দানও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই।'[৪]

কুরআনের (إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) শব্দে চিন্তা করলে এ তাফসিরের যথার্থতা ফুটে ওঠে। কেননা এর অর্থ হলো, 'যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না'। একথা সুস্পষ্ট যে, যে-ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়। সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করো, তাহলে কেউ পথভ্রষ্ট হলে, তাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই—যখন তুমি হিদায়াতপ্রাপ্ত হলে।'[৫]

কিছু লোকের মনে বাহ্যিক এই শব্দাবলির কারণে সংশয়ের সৃষ্টি হয় যে, নিজেকে সংশোধন করে নেওয়াই যথেষ্ট; সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়; কারণ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। যদি একজন মুসলিম এই ফরজ বিধান পরিত্যাগ করে, তাহলে পথভোলাকে কে পথ দেখাবে? এই কাজ পরিত্যাগ করলে কেউ কি সৎপথে থাকতে পারে? অথচ কুরআন শর্তারোপ করেছে—যদি তোমরা সৎপথে পরিচালিত হও তবে। আয়াতের সঠিক ভাবার্থ হলো, তোমাদের বুঝানো সত্ত্বেও যদি তারা পাপ থেকে বিরত না থাকে এবং সৎপথ অবলম্বন না করে, তাহলে এক্ষেত্রে তোমাদের কোনো দোষ নেই; বরং তোমরা হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত আর তারা হবে পথভ্রষ্ট। অবশ্য একটি অবস্থায় অসৎকাজে বাধা দেওয়া থেকে বিরত থাকা বৈধ, যদি কেউ সে-কাজে নিজের মধ্যে দুর্বলতা পায় এবং জীবননাশের আশঙ্কা থাকে, তাহলে এই অবস্থায় 'তাতে

[৩] সুনানু আবি দাউদ, হাদিস : ৪৩৪১; সুনানুত তিরমিজি, হাদিস : ৩০৫৮; সুনানু ইবনি মাজাহ, হাদিস : ৪০১৪।
[৪] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২১২।
[৫] তাফসিরে ইবনে কাসির : ৩/২১৫।

যদি সক্ষম না হয়, তাহলে হৃদয় দ্বারা; আর এ হলো সবচেয়ে দুর্বল ইমানের পরিচায়ক'[৬] হাদিসের ভিত্তিতে অনুমতি আছে। উক্ত আয়াতও এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত বহন করতে পারে।[৭]

[২]

প্রত্যাবর্তিত নক্ষত্র। এ প্রত্যাবর্তন আঁধার থেকে আলোয়। বদ-দীন থেকে দীনে। অ্যাথেইজম থেকে ইসলামে। বিপথগামিতা থেকে সুপথে। শয়তানের পথ থেকে রহমানে। দীনের গুণে। দীনের আলোয়।

সচ্চরিত্রে। শান্তির পথে। পবিত্র পথে। মুক্তির পথে। নির্মল ছোঁয়ায়। অমলিন ছায়ায়।

এ প্রত্যাবর্তন মিত্রতার। শুদ্ধ মিত্রতার। শুভ্র সখ্যতার। দৃঢ়তার, প্রতিজ্ঞার। কাছে থাকার। পাশে থাকার। ভালোবাসার।

নক্ষত্র ফিরবে আপন কক্ষপথে। পাখি ফিরবে আপন নীড়ে। মানুষ ফিরবে তার আসল ঘরে। রবের তরে। জান্নাতে। ফিরদাউসে। আমিন, ইয়া রব্বাল আলামিন!

আরিফ মাহমুদ
২৬.১১.২১ইং.

[৬] সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৯। এরপর ইমানের কোনো স্তর নেই; অসৎ ও অন্যায় কাজ হতে দেখেও যদি ব্যক্তির মনে ঘৃণা না জাগে তাহলে সে ইমানের সীমানা থেকে বের হয়ে যাবে। শাইখ আবদুল আজিজ আত তারিফি হাফিজাহুল্লাহ।

[৭] তাফসিরে আহসানুল বায়ান।

লেখিকার কথা

একজন বন্ধু একটি বইয়ের সমান আর একজন ভালো বন্ধু—একটি লাইব্রেরির সমান।

বইয়ের গল্পগুলোতে ফুটে ওঠেছে আসল বন্ধুত্বের অনন্য উপাখ্যান! ইসলামিক বই যে শুধু গুরুগম্ভীর না হয়ে সৌম্য-দীপ্ত প্রাণোচ্ছলও হতে পারে তা তুলে ধরা আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার অংশ এই বই। 'প্রত্যাবর্তনের শুভ্র ছোঁয়ায় আচ্ছাদিত হোক প্রতিটি গুমোট হৃদয়', বইটি যেন বারবার এই কথাটিই বলতে চায়। যে-ধর্মেরই মানুষ হও না কেন প্রকৃত ধার্মিক হও, নিজের ধর্মকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানো! যে-ধর্মেরই ধার্মিক হও না কেন, প্রকৃত ধার্মিক হলেই বুঝতে পারবে ইসলামই প্রকৃত ধর্ম! মনে রাখবে, একজন ভালো ইম্প্লয়ার (নেতা) হওয়ার আগে একজন ভালো মানুষ হতে হবে, আর যে একজন ভালো মানুষ সে নিঃসন্দেহে একজন ভালো ইম্প্লয়ারও! 'আল্লাহর সাথে প্রেম এক বিস্ময়কর পবিত্র নেশা'—এই বইয়ের প্রধান আলোকপাত। প্রতিটি প্র্যাকটিসিং মানুষের জন্য বইটি হবে প্রেরণার বাতিঘর! সে-আশায়, সে-প্রত্যাশায়...

তাওহিদা তাবাসসুম

জীবন সুডোকু

আপু!

ওই আপু, শুনো না!

‘কী হইছে? ষাঁড়ের মতো চিল্লাচ্ছিস কেন?’ বলতে বলতে আপু পাশের রুম থেকে আমার রুমে আসলো।

‘ইয়ে মানে, আজকের সুডোকু কোডটা একটু মিলিয়ে দাও না! দ্যাখো কেমন ভুলভাল করে ছকটা নষ্ট করে ফেলেছি!’ বলে আপুর দিকে করুণ চাহনিতে তাকিয়ে রইলাম। আমি জানি আপু আমাকে কখনোই না করবে না, হালকা একটু কথা শুনালেও কোডটা ঠিকই মিলিয়ে দেবে! এটা আমার লক্ষ্মী আপু, সাত রাজার ধন।

‘প্রতিদিন এইরকম আমাকে বিরক্ত করে সুডোকু মিলিয়ে কী লাভ হয় তোর?’ আপুর বিরক্তিকর চাহনিতে তপ্ত প্রশ্ন!

আমি নির্লিপ্ত চাহনিতে উত্তর দিলাম, ‘কী আর হবে! একটু বুদ্ধি বাড়াই।’

‘এহহ আসছে আমার বুদ্ধির ঢেঁকি! শয়তানি বুদ্ধি কি তোর কম আছে নাকি?’ বলতে বলতে সুডোকুর পৃষ্ঠা আর কলম হাতে নিয়ে আমার পাশে বসে পড়লো আপু।

ওহ আচ্ছা আমাদের পরিচয়টাই তো বলা হয় নি। আমি তুলি আর আপু জুলি। আপু আমার চেয়ে ২-৩ বছরের বড়; কিন্তু আমাদের সম্পর্কটা সমবয়সীদের মতোই। আপাতত এটুকুই থাক..

আপু কলম কামড়াচ্ছে; কিন্তু কোডগুলো পূরণ করছে না। আমি আপুকে ধাক্কা দিয়ে বললাম—

'কী ভাবছো? একটু তাড়াতাড়ি করে দাও না! আমি এটা পত্রিকা-অফিসে জমা দিয়ে আবার একটু ঘুরতে যাবো।'

আপু আমার পূরণকৃত সংখ্যাগুলো কেটে দিয়ে সেখানে নতুন সংখ্যা বসাতে বসাতে বললো—

'ঘুরতে যাবি? আর আধাঘণ্টা পরে তো মাগরিবের আজান দেবে, সন্ধ্যার পরে বাইরে থাকা কি ভালো কাজ? বাইরে প্রতিনিয়ত কীসব দুর্ঘটনা হচ্ছে জানিস না?'

আমি একটু ঘাড় নাড়িয়ে বললাম, 'উফফ আপু! তুমিও না? সেই ব্যাকডেটেডই রয়ে গেলে! কিচ্ছু হবে না তাড়াতাড়িই ফিরবো। মাগরিবের পর এমন কী রাত হয় বলো তো!'

আপু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, 'তো কার সাথে যাবি শুনি?'

'কার সাথে আবার? ফারহান আর তানিম আসবে ওদের সাথে। আর তাছাড়া ওদের কাছ থেকে একটা নোট নেয়ার আছে, তাই ভাবলাম এক ঢিলে দুই পাখি বধ করি!'

সুডোকুর কোড মিলাতে মিলাতে আপু কেমন যেন আনমনা হয়ে গেছে, কলম আর চলছে না। আমি আস্তে করে জিজ্ঞেস করলাম—

'কী হয়েছে আপু? কোনো সমস্যা? তোমাকে আনমনা লাগছে কেন?'

আপু এক হাত দিয়ে কলম ধরে রেখে আরেক হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরে বললো—

'আমাদের জীবন কেমন এই সুডোকুর কোডটার মতো, তাই না রে?'

আমি একটু ভ্যাবাচেকা খেয়ে বললাম, 'কীসব বলছো তুমি! জীবন সুডোকুর

কোডের মতো হতে যাবে কেন?'

—তুই দেখতে চাস?

—হুম দেখাও!

আপু আমার হাতটা আরেকটু শক্ত করে ধরে কাছে নিয়ে বসালো তারপর বললো—

'এই দ্যাখ, সুডোকু কোডে প্রথম ২-৩ টা সংখ্যা তুই ঠিক বসিয়েছিস তারপর একটা সংখ্যা ভুল করেছিস। এই একটা সংখ্যা ভুল করার পর আর একটা সংখ্যাও ঠিক হয় নি মানে, একটা ভুল হলে পরবর্তীগুলো শুধু ভুলই হতে থাকবে।'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তো! একটা সংখ্যা ভুল বসালে তো পরবর্তীগুলো অটোমেটিক্যালি ভুল হয়ে যাবে—এতে আমাদের জীবনের কী সম্পর্ক?'

—অধৈর্য্য আর বিরক্ত হবি না। মনোযোগ দিয়ে শোন!

—যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, মাগরিবের আগেই বেরুতে হবে আমার।

—ঠিক আছে শোন তাহলে, এই সুডোকু কোডে তুই যখন প্রথম সংখ্যাটা ভুল করছিস তখন যদি তুই বুঝতি যে, এটা তোর ভুল হচ্ছে, তাহলে তুই কেটে আবারও সঠিক সংখ্যাটা লিখতি; কিন্তু তুই বুঝিস নি যে তোর এই সংখ্যাটা বসানো ভুল হয়েছে যার দরুন তুই পরবর্তী সংখ্যা তার পরবর্তী সংখ্যা এভাবে ধাপে ধাপে ভুল সংখ্যা বসিয়ে আসার পর শেষ-সময়ে এসে বুঝলি তোর সুডোকুতে ভুল হয়েছে; কিন্তু এক্সাক্ট কোথায় ভুল তা বুঝতে পারতেছিস না, সেজন্য আমাকে ডেকেছিস যেন আমি সঠিকটা পূরণ করে দিই। আর অনুরূপভাবে, আমরা আমাদের জীবনেও ভুল করি। প্রথমে ছোট ভুল করি তারপর ধাপে ধাপে ভুলগুলো একসময় অতিকায়, বড় আকৃতির ধারণ করে যেখান থেকে ফিরে আসার বা ভুলগুলো শুধরানোর আর কোনো রাস্তা থাকে না। হতাশা, বিষণ্ণতা, একাকিত্ব সব একাকার হয়ে যায় আর মানুষ ধাবিত হয় আত্মহননের দিকে। এই আত্মহননের কারণ কিন্তু ওই সামান্য ছোট্ট ভুলটা, যে ভুলের কারণে সে আরো ভুলের জগতে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়েছে! কিন্তু সে যদি তখন বুঝতো এটা তার ভুল আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে ক্ষমা চেয়ে তার ভুলটা শুধরে নিতো তাহলে হয়তো

তাকওয়ার বীজে অনবদ্য অরণ্য

[১]

ভেবেছিলাম আজকে রুমে গিয়ে নুসাইবাকে অনেক বকবো; কিন্তু রুমে ঢুকেই আমার তনু মন পাল্টে গেলো।

আমার আর নুসাইবার স্কুলজীবন থেকে বন্ধুত্ব! আমি ওর ঠিক বেস্টফ্রেন্ড না আবার কমও না। কাকতালীয়-ভাবেই বারবার আমাদের দেখা হয়ে যায়। দুজনে একই স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করলাম। তখন ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব ততোটা গাঢ় ছিলনা, তাই এসএসসি পরীক্ষার পর আর কোনো যোগাযোগও ছিলনা। কিন্তু যখন কলেজে ভর্তি হলাম তখন আবিষ্কার করলাম নুসাইবাও এই কলেজে ভর্তি হয়েছে এবং ও কলেজ-হোস্টেলেই থাকবে। অপরিচিত জায়গায় নিজের একটা পুরাতন বন্ধুকে সঙ্গী হিসেবে পেলে কে না খুশি হবে? আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমিও অনেক খুশি ছিলাম ওকে পেয়ে। কারণ, ও এমনই একটা মানুষ; যে ওর সঙ্গ পাবে সে খুশি না হয়ে পারবেই না। ওর সাথে সময় কাটালে মনে হবে হৃদয়ে বসন্ত এসেছে আর বসন্তের হু হু হাওয়া তনুমনকে শীতল করে দিয়ে যাচ্ছে! আবার মেডিকেল-কলেজে ভর্তি হয়ে এক বিস্ময়কর পরিবেশে একরাশ অবিশ্বাস্য ঘোর নিয়ে আবিষ্কার করলাম নুসাইবা আমার রুমমেট! আল্লাহর কী আজব লীলাখেলা..

ওর কাছ থেকে আমি সবসময়ই কিছু-না কিছু শিখি। ও ধার্মিক একটা মেয়ে।

ইসলামের সকল বিষয় মেনে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করে। ওর কথা বলা, ওর চালচলন, ওর ব্যবহার... সবই মুগ্ধকর! মাঝে মাঝে ভাবি, মানুষ এতো সুন্দর করে কথা বলে কীভাবে? ওর কথা বলার ধরণ দেখেই মানুষ ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যায়, অন্য গুণাগুণ বাদই দিলাম।

আমি আগে নামাজ তেমন পড়তে পারতাম না। ও শিখিয়ে দিয়েছে। তবুও নিয়মিত পড়িনা। মাঝে মাঝে যখন ইচ্ছা হয় তখন পড়ি, ফজর-নামাজটা তো কোনোদিনই পড়া হয়না আর এটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথাও নেই। আগে তো একদমই নামাজ পড়তাম না; এখন তাও মাঝে মাঝে পড়ি, এই-বা কম কী? কুরআনও পড়তে পারতাম না, ও আমায় একটু-আধটু শিখিয়ে দিয়েছে।

আমিও একটা মুসলিম পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেছি, আব্বু-আম্মু মোটামুটি ধার্মিক। কিন্তু, আমাকে তারা ধর্মীয় জ্ঞান দিতে পারেনি। যখনই আমাকে ধর্মীয় ব্যাপারে কিছু বলতো, তখনই আমার মেজাজ চড়া হয়ে যেতো। আমি সবসময় বলতাম, 'আমি আমার মতো চলবো'। কিন্তু এই মেয়েটার সাথে যতো মিশি ততোই মনে হয়, মেয়েটা আমাকে ওর মতো করে চালাক, আমি ওর কথায় রোবট হয়ে যাবো। ও আমাকে কোনো বিষয় নিয়েই জোর করেনা; কিন্তু ও যেটা বলে সেটা আমি সবসময় মেনে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু কেন করি সেটা আমি জানিনা, আমি কি ওকে আমার কর্তৃত্বশীল মানি? হয়তো তাই..

একবার একটা প্রোগ্রামে নুসাইবার আলোচনায় কুরআনের একটা আয়াত শুনেছিলাম সেটা এখনও মনে আছে—

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ... ﴿٥٩﴾

> অর্থাৎ, 'তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদের!'[১]

সেজন্যই হয়তো মনের অজান্তে ওকে আমার কর্তৃত্বশীল মেনে নিয়েছি; কিন্তু পুরোটা এখনও মানতে পারিনি। আমি যেরকম আল্ট্রামডার্ন সেরকমই আছি। ছেলে-বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া, বয়ফ্রেন্ডের সাথে ঘুরতে যাওয়া..এসব

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ৫৯।

আমরা জেরক্স

[১]

সদ্য কলেজে ওঠেছি। কলেজের ফার্স্ট ইয়ার মানেই উড়ন্ত পাখিদের আড্ডাখানা! কলেজের ফার্স্ট বেঞ্চের স্টুডেন্ট আমি। গায়ের সাথে লাগানো আমার ভালো স্টুডেন্টের তকমা! সেই সুবাদে ক্লাসের ক্যাপ্টেন হয়েছি, ভাবটাই অন্য রকম! মাটিতে পা না ফেলার উপক্রম।

সামনে পহেলা বৈশাখ। কলেজে জম্পেশ অনুষ্ঠান হবে। আমাদের ক্লাসে মেয়েদের চাঁদা তোলার দায়িত্ব আমার। আমি আমার দায়িত্ব যত্নের সাথেই পালন করার যথেষ্ট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। প্রায় সবার টাকা ওঠানো শেষ। হাতে গোনা কয়েকজন বাকি আছে। ক্লাসের পেছনের সারির কয়েকজন টাকা দিলেই আমার দায়িত্ব শেষ। আমি পেছনের সারির সবার থেকে টাকা নিচ্ছি আর নোটপ্যাডে নাম টুকে যাচ্ছি। যেহেতু এটা একটা কলেজ সেহেতু এক ক্লাসেই অনেক স্টুডেন্টের সমারোহ তাই সহপাঠীদেরও সেভাবে চিনি না, মুখ চেনাচিনি চিনি আর কি! কয়েকজন ব্যতীত আর কারো নাম-ধাম জানি না। পেছনের সারির লাস্টের বেঞ্চ থেকে টাকা নেবো এমন সময় একটা মেয়ে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে ওঠলো,

'তুমি মুসলিম?'

আমি আশেপাশে তাকিয়ে আর কাউকে না পেয়ে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম,

'আমাকে বলছো?'

মেয়েটা সবিনয়ে উত্তর দিলো,

‘হ্যাঁ তোমার কাছেই জানতে চাচ্ছি।’

আমি একটু রেগে গিয়ে বললাম,

‘আমাকে দেখে কি হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী মনে হয়?’

মেয়েটা একটু ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বললো,

‘তোমার আর আমার মাঝে কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছো? আমিও কলেজ ড্রেস পরেছি, তুমিও পরেছো। ক্রস-বেল্ট আমিও নিয়েছি, তুমিও নিয়েছো; যদিও ক্রস-বেল্ট আমার কাছে বরাবরই বিরক্ত লাগে, কিন্তু কী আর করার নিতেই হয়!’ এটুকু বলে মেয়েটা অন্য কয়েকটা মুসলিম হিজাবি আর বোরকাওয়ালি আমার ভাষায় যারা হলো ‘ক্ষ্যাত’ তাদের দেখিয়ে বললো,

‘ওই যে ওদের হিজাবগুলো আমার ভালো লাগে, অনেক ভালো লাগে! ওরাও মুসলিম, তুমিও মুসলিম; ওদের দেখেই বোঝা যায় যে ওরা মুসলিম, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার চেয়ে আলাদা মনে হয় না বা মনে হয় না তুমি একজন মুসলিম, সেজন্যই জিজ্ঞেস করলাম!’

মেয়েটার কথা শুনে আমার এত্তো রাগ আর এত্তো অপমানবোধ হলো, যা বলার বাহিরে! মেয়েটা আমাকে আমার ধর্মের থেকে আলাদা করে দিলো? কত্ত বড় সাহস! আমি আমার রাগ যথাসম্ভব চেপে রেখে বললাম,

‘তুমি হিন্দু?’

মেয়েটা একটু মাথা নাড়িয়ে বললো,

‘হ্যাঁ আমি একজন নামধারী হিন্দু!’

মেয়েটার কথার আগামাথা আমি কিছুই বুঝলাম না। আমি যে বুঝি নি সেটা আবার তাকে বুঝতে দিলাম না। ফের প্রশ্ন করলাম,

‘আমি এসেছি টাকা তুলতে, আমাকে এসব প্রশ্ন করার মানে কী?’

মেয়েটা একটু হেসে বললো,

‘কীসের টাকা তুলছো?’